উৎসর্গ

পূজ্যপাদ স্বর্গীয় দীননাথ দেবশর্ম্মার
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে।

দাদামহাশয়!

আপনার স্নেহের চারা গাছগুলিকে মুকুলিত হ'তে অবসর দিবার পূর্ব্বেই আপনি মহাযাত্রা করেছেন। যাহা হউক আজ আমার অতি যত্নের "কাল-পরাজয়" কাব্য প্রসূনটী আপনারই চরণোদ্দেশে অঞ্জলি দিলাম; আশা করি আপনি স্বর্গ হ'তেই এটির সৌরভের বিচার ক'রবেন।

ইতি ২০শে শ্রাবণ
সন ১৩৩২ সাল।
কলিকাতা।

আপনার
স্নেহের—
প্রবাসী।

বন্দনা

কাল-সন্ধ্যা সমাগমে, নিবিড় গহনে,
সত্যবান নরবর সত্যের আকর
আসি কাষ্ঠ আহরণে, পড়িলা ভূতলে
ছিন্ন-পুষ্প-কলি প্রায় মূর্চ্ছাগত হয়ে
কালের কবলে যবে, কাঁদিলা সাবিত্রী
গহনে গগন ভেদি সকরুণ রোলে
সতী অশ্রু বরিষণে তিতিয়া মেদিনী;—
যবে কাল পরাজয় মানিলা আপনি
পড়ি পতিব্রতা সতী-তেজের প্রভাবে,—
তাহার বারতা আজি কহিতে প্রয়াস
কবিতার সুধাধারে। যে সুধা ধরায়ে
তোমার প্রসাদে কবি শ্রীমধুসূদন
লভিতে সফল ভবে চির অমরতা;
হেন আশ নাহি মোর। তাই গো জননি,
বঙ্গমাতা-বাণি, দীন হীন দাস আজি
তোমার শরণাগত! লভিব বলিয়া—
চির সাধনার ধন, চীর-বাসাঞ্চল

কাল-পরাজয়

পাতিয়া বসেছি শুধু তোমারি দুয়ারে,
পথের কাঙ্গাল বলি ঠেল না হেলায়!
আছয়ে সঞ্চিত জানি তব ধনাগারে
কুবের-বাঞ্ছিত ধন; পূরাও জননি
ভিক্ষা-পাত্র মোর কণামাত্র দানে তার!
কাঁদালে তনয়ে মা গো তুমি যে কাঁদিবে!

কাব্য-কুঞ্জ মাঝে ভ্রমি, বড় সাধ মনে,
মনমত ভাষা-পুষ্প করিয়া চয়ন,
অঞ্জলি দিব গো মাতঃ চরণে তোমার।
কিন্তু মাতঃ কবি-কুল-মালি-দলে মিলি,
না বুঝিনু না চিনিনু সুমনঃ-পাদপে;
শূন্য সাজি লয়ে শুধু ভ্রমিব প্রান্তরে,—
যদি না চিনাও তুমি অবোধ সন্তানে।

অপার করুণা তব ইতিবৃত্তে শুনি;—
কবি-গুরু কালিদাস মধুকণ্ঠ-সরে
ফুটালে সরোজ শুভ্র তুমি সরোজিনী,
বসিলে আপনি! কিন্তু কোন গুণ আছে,—
অতি ভাগ্যহীন আমি, অমর প্রসাদ
হেন যাচি তব পদে! তবে যদি থাকে,
অভাগা তনয় বলি অধিক করুণা

কাল-পরাজয়

তব এ কিঙ্করে, দ্রাণে চিনি লব ফুল,
এ মধু-বসন্তে মোর। বিদ্রূপ করিয়া
যদি হাসে বিশ্ব হেরি, পঙ্গুর হয়েছে
সাধ গিরি উল্লঙ্ঘনে, তুমি মা হেস না!
সতত ঠেকায়ে রেখ পতনে উত্থানে।
ফুটিলে প্রসাদে তব ভাবের নয়ন,—
যে প্রসূন চয়নিব কানন ভ্রমিয়া,
অর্ঘ্যদান করিবারে তোমার চরণে.—
আসে যদি কাল-কীট ভুঞ্জিবারে তার
মকরন্দ-সুধা, কভু কুরব গাহিয়া
কুরবে গুঞ্জরে যদি, শিলীমুখ-কুল
যেন ভুলে নাহি রয় সে সুধা পিয়াসা।
(অন্ধ যদি নাহি হেরে প্রকৃতির রূপ,
ম্লান রবে কেন শশী সবার নয়নে?
উষার অধরে ভরা ললিত হাসিটী,
বালার্কের পানে চেয়ে নলিনী সোহাগ—
অলস নয়নে যদি নাহি লয় স্থান,
জাগ্রত নয়নগুলি ভুলে ত থাকে না!)
যদি দয়া করি তুমি উর মোর ঘটে,
সাজাও আপন পদ প্রভাত সজ্জিত

কাল-পরাজয়

এই পুষ্প উপহারে (অধমের দান),
তবে ধন্য এ অধম ও পদ বরণে।
আশীষ-বচনে মা গো বলে দাও তবে,
সুধার সুধারা থরে এড়ায়ে অধর,—
কি ভাষে বর্ণিবে দাস বীরাঙ্গনা-কীর্ত্তি,
নরলোক মাঝে আজি সবারে ঘোষিয়া।

কাল-পরাজয়

দেখিতে দেখিতে ধীরে আইলা ঘনায়ে
কাল স্বরূপিণী নিশা সে ঘন গহনে,
নিবিড় তমসা বেশে; সঘন গম্ভীর
নাদে ভীম গরজনে শাসায়ে কাহারে
যেন ক্ষুব্ধ তিরস্কারে,—বন্য পশু যত
ছাড়িলা হুঙ্কার সবে; শিহরি মেদিনী
কাঁপিলা সভয়ে যেন দ্রুত পদ-ভরে।
সজনীরে পরাজিতা হেরি, বীর দম্ভে
ধ্বনিলা যামিনী, দিকে দিগন্ত ভেদিয়া,—
ঘন সিংহ-নাদে; শাল তাল বৃক্ষ-তালে
বিজয়-দুন্দুভি যেন বাজায়ে পবন
সবারে ঘোষিয়া ফিরে। শূন্য ভেদী শির
দাঁড়াল বিটপী যেন প্রেতের প্রমাণ।
ডাকিল শিয়রে বসি কুরবে পেচক,
অশুভে আহ্বান করি। কিন্তু যত আহা
পুষ্পিতা ফলিতা লতা স্বভাব কোমলা,

কাল-পরাজয়

অমঙ্গল ধ্বনি শুনি মর্ম্মরে বিলাপে ;
ডরে কভু অনুভবি পবন প্রতাপ
উঠে চমকিয়া ; কভু লাজে দুঃখে তারা
আনন নোয়ায়। আহা নেহারি শরতে
প্রকৃতির ভাব হেন রহস্য পূরিত
শূন্য হতে উঁকি দেয় জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল,
তাদের আড়াল দিয়ে। সে নিশে শারদা
মোহিনী মূরতী কভু উঠিল না ধেয়ে
রহস্য ভেদিতে, গ্রাসে পাছে নিশাচর,
ক্রোধাবিষ্ট হয়ে তারা ক্ষুধার তাড়নে।

নিশার তিমির-ভার ধরিল কান্তার
ভীষণ মূরতি এক ভয়প্রদ অতি।
গম্ গম্, থম্ থম্ করিছে ধরণী ;
শূন্য জন-কলরব তথা ; হুলাহুলি
করে শুধু বনচর যত, কাল-সম
শমন-কিঙ্কর। চকিতে চমক ভাঙ্গি,
প্রকৃতির কলরব, ভেদিল নিনাদি
সকরুণ বামা কণ্ঠ মুরলী নিন্দিয়া।
শুনিয়া সে রব আহা ক্ষণেকের তরে
নীরবিল নিশাচর ইন্দ্রজালে যেন।

স্তম্ভিতা প্রকৃতি সতী কুহক জড়িতা,—
অচল অচল প্রায় দাঁড়াল থমকি।
মর্ম্মরিলা পাতা লতা বিলাপে উচ্ছ্বাসে।
বনপথে হা'হুতাস করিয়া ছুটিলা
উত্তর প্রদেশ পানে, উতল মারুত—
বর্ণিবারে আজিকার কালের কাহিনী।
শোক সম্বরিয়া বামা নীরবিলা ক্ষণে,
বাঁধিয়ে হৃদয় যেন দৃঢ় কর্ম্মপাশে।
কিন্তু সতী নাহি দোষে বিধির লিখন,—
রোষে দুঃখে, কর্ম্মফল জানি বলবান।
একাকিনী বসি বামা সাবিত্রী সুন্দরী,
আঁধার রজনী-তলে বিজন বিপিনে,—
সুখতারা খসি যেন লুটায় ধূলায়।
মুমূর্ষু পতির শির রক্ষি নিজ ক্রোড়ে,
রহিলা তাকায়ে সতী তৃষিত নয়নে—
কালবেলা আস্বাদিত আননে তাহার,—
কুমুদিনী যেন আহা শশধর পানে।
অপাঙ্গে বিষাদ-নীর কাঁপিয়া দাঁড়ায়—
শিশিরের বিন্দু যেন দুলয়ে সমীরে।
সকরুণ স্থির দৃষ্টি পলক বিহীনা,

কাল-পরাজয়

বীরাঙ্গনা-বিভূষণা সতী-হিয়া-মাঝে
ভরষা-প্রবাহ এক উঠিল উথলি;
নেত্র-ফাটি বাহিরয়ে আশা অশ্রুধারে।
হেমন্তে শারদা-সুধা হৈম রূপ ধরি
পড়িল খসিয়া যেন ধরণীর পর—
সতীর নয়ন-বারি স্বামীর ললাটে।
নিবিড় তমসা ভেদি ক্ষীণ দরশন
তুলিল পশিতে সেই বারিবিন্দু মাঝে;
ললাটে সে নীর তাই মিলাল ললাটে।
ভবিষ্যৎ নিরখিয়া পতির আননে,
ঘোর চিন্তাভূতা সতী উড়িলা নির্ভয়ে
মহিমা-মলয় ভরে, অনন্তের মাঝে।
শ্বাপদে ভীষণ ঘোর গরজন নাহি
পশে সেই চিন্তাধীর বধির শ্রবণে।
পাদপের পাদমূলে সে ঘোর বিপিনে,
পতি-শির-কোলে সতী নির্ভিক হৃদয়ে
হরিতেছে কাল,—মীণ-কুল যুঝে যথা
প্রতিকূল স্রোতে। মাংস-লুব্ধ আহা
শ্বাপদ-সঙ্কুল চাহে উদাস নয়নে;
কভু বা ফিরিলা ধীরে, সভয়ে সকলে

নীরব ভাষায় ঘোষি বিপদ বারতা,
পরস্পর কানে যেন; এত হেরি যেন,
নিরবিলি ঝিঁ ঝিঁ রবে মহীরুহ-রাজি
শান্তির স্তবনে করে অভয় প্রদান—
ধৈরয ধরিয়া আহা অশ্রান্ত রসনা।
হেন মহাবেশে সতী সাবিত্রী সুন্দরী
প্রবেশে কোথায় যেন মানসে সহসা
দিব্যলোক মাঝে এক,—জন্ম মৃত্যু-জ্ঞান
যথা নাহি ভেদাভেদ। স্বরগে স্বেচ্ছায়
ধেয়ে বিচরিলা সতী যথায় তথায়,—
বিমানে সলিলে কভু। অগম্য অস্থল
পথ আর নাহি রয়, সাবিত্রীর কাছে।
জ্যোতির্ম্ময়ী সম দরশ-প্রভাবে দেবী
দেখিলেন আশে পাশে বিকট মূরতি
শত প্রেত-ছায়া, লম্ফ ঝম্ফ নৃত্য করি
সবে করে দলাদলি। আকর্ণ দশন-
পাঁতি বিশাল-বদন; নয়নে কটাক্ষ-
পাত অগ্নি-কুণ্ড সম উঠিছে জ্বলিয়া;
কেশ-গুচ্ছ শিরে যেন রয়েছে দাঁড়ায়ে
ঊর্দ্ধ মুখ করি; গাত্র কেশে পৃথকতা

নাহিক বরণে। হেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ
মূরতি সকল মুহূর্ত্তের পরে ধীরে
হইলা বিলীন, ভয় প্রদর্শিয়া; কিন্তু
সতী নাহি ডরে তায় তিলেকের তরে,—
দিব্যলোক মাঝে থাকি। স্থীরা ধীরা বামা
গম্ভীরা মূরতী ধরে দৃশ্য প্রলয়ের।

সহসা সে নীরবতা, ঘন তমঃ ভেদি
ভাতিল উজ্জ্বল এক মহীয়সী প্রভা,
ঝলসি কানন যেন করজালে তার।
পলকের মাঝে তথা হইলা উদয়
দিব্যকায় মহাজন, বিশাল মূরতি
এক,—দাঁড়াইলা তথা আসি মহাকাল।
কাঁপিলা ধরণী যেন প্রলয় সভয়ে,—
ভূমিকম্পে নড়ি গিরি উগ্নারি অনল।
বিশাল বিস্তৃত ঠাট সুদীর্ঘ বিগ্রহ
উজ্জ্বল সুন্দর; কিবা প্রশস্ত ললাট;
ভ্রূযুগল শোভে তায় ইন্দ্র-চাপ সম,
(কিংবা ক্ষুদ্র মেঘ-মালা শারদ-প্রদোষে।)
আকর্ণ শোভিত দু'টি আয়ত নয়ন;
মধ্য-মণি তারা দু'টি ভাসে তায় যেন

মার্ত্তণ্ড সমান আহা সুনীল গগনে।
ক্ষণেকের তরে পাতে কার সাধ্য হেন
নয়নে নয়ন। খগরাজ-বিনিন্দিত
নাসিকা গঠন; ইন্দ্র-বজ্র জিনি বাহু
আজানু লম্বিত; তার নখরে নখরে,
প্রকাশিছে তেজঃপুঞ্জ দামিনী-আকার।
কাকপক্ষ কেশ শিরে পড়িছে ঢলিয়া
স্কন্ধ পরে। বিমণ্ডিত বিভূষিত আহা
হিরকরতনে, কিবা মুকুতা খচিত
মুকুট ভূষণ তার শোভে শিরোপরে।
ললাটে সিন্দুর রেখা দ্বিগুণ বাড়ায়
জ্যোতিঃ, যেন মুনিগণ দেছেন আহুতি
সাগরের কূলে বসি দিবা অবসানে,—
(কিংবা শ্রান্ত দিবাকর গোধূলি-ললাটে)
পাশ-দণ্ড শোভে করে ভীষণ আকার।
হেনরূপ ধরি তথা হইলা উদয়
ধর্ম্মরাজ, উদ্ভাসিত করিয়া গহন।
অপূর্ব্ব মূরতি হেরি, ভয়প্রদ অতি,
চমকিল চরাচর সভয়ে শিহরি,—
চমকিলা সতী; আহা নয়নে তথাপি

স্থিরদৃষ্টি সুকোমল পতি-মুখ পানে।
হেরি নর-দম্পতিরে হেন মহাবেশে
কার নাহি গলিবে রে হিয়ে? তাই আজি
কঠোর করম-ভারে পাষাণ হৃদয়
উঠিল বিলাপি নিজে ধর্ম্মরাজ কাল,
পাশরি কঠোর ব্রত। ধ্বনিয়া উঠিল
তথা মহা কোলাহল সভয়ে শ্বাপদে।
ছুটাছুটি হুটাহুটি পড়ি গেল ত্রাসে;
গহ্বরে কন্দরে ছুটে কেহ বা প্রান্তরে,
ঘোষি সবে পরস্পরে বিপদ বারতা,
মহা কলরবে। কিন্তু নিশা অবসান
ভাবি কুহরিল শাখে বিহগ নিচয়।
চেতনা লভিয়া ধর্ম্ম কহে মধুস্বরে;
সম্ভাষি সতীরে আহা অতি-সমাদরে,—
"অনুপম হেরি তব ওরূপ-মাধুরী,
জোছনা-চিকন কান্তা, পূর্ণ স্নেহাধার,
পতিব্রতা, পবিত্রতা, প্রেমের পাথার!
লো সুন্দরি! নিজে আজি হের লো শমন
দুয়ারে তোমার; লাজে মরি বাখানিতে
কঠোর কামনা।" এত কথা বুঝি হায়

নারিল পশিতে সেথা সাবিত্রী-শ্রবণে।
ক্ষণেকের পরে যবে ভাঙ্গিল স্বপন,
তাকাইলা ধীরে সতী শমন-বয়ানে,
নেহারিলা সৌম্যমূর্ত্তি অধদৃষ্টি লাজে,—
সৌদামিনী হেরি যথা ম্লান দিবাকর।
কহিলা কাতরে সতী সম্ভাষি শমনে
সুমধুর ভাবে, আহা বীণার ঝঙ্কার
যেন শ্রুতি আমোদিল,—"কহ গো অতিথি!
কিবা হেতু আগমন এ দীনা সকাশে?
চাহ যদি পতি মোর, অতিথি সেবায়
হতেছে সংশয় তায়, পারি কিবা হারি।
সতীরে বঞ্চিয়া তার সার পতি ধনে
পড়িবে কালিমা তব শ্রেয় ধর্ম্ম নামে।"
সরমে রোধিল কণ্ঠ; আনত আননে,
নির্ব্বাক্ রহিলা ক্ষণে দাঁড়ায়ে শমন।
করিলা মিনতি যম্ করি যোড় কর,
"অতি সত্য জানি সতি, তব অনুমান।
দূত মোর মানি পরাজয়, আসিয়াছে
নিজে ধর্ম্ম ব্রত তার করিতে সাধন।
করি লো মিনতি, তাই কহিতে সরম,

কাল-পরাজয়

ছাড়ি দেহ পতি-দেহ এ কালের করে।
জানিও নিশ্চয় আজি ধরম আমার
নিধন-করম-ব্রত। ধরমে প্রমাদ
কভু ঘটায়ো না সতি! সুশান্ত মূরতি
হেরি সাধ হয় মনে, চিরায় সধবা
তোমা রাখি এ মরতে, সতীকুল মাঝে।
কিন্তু মোর সাধ হায় বিফল সকলি,
আমিও করমে বাঁধা সে রাজ-দুয়ারে।
তোমার করুণা যাচি তাই উভরায়,
টুটিতে বাসনা মোর পদ্মের পল্লব,—
প্রয়োজন মানিয়াছে আপনি বিধাতা।
ধরম করমে যদি ঘটে পরমাদ
স্বর্গ মর্ত্ত্য দুই লোক যাবে রসাতলে;
স্বার্থ হেতু ঘটায়ো না এ হেন বিভ্রাট!
না হয় সময় সতি! বাড়িবে জঞ্জাল;
দেহ ছাড়ি কৃপা করি তব পতি-দেহ;
লয়ে যাই সেই স্থানে, যেথা ভগবান
রচেছেন মনোমত সুরম্য প্রাসাদ।
প্রাসাদের প্রতি চূড়ে উড়িবে পতাকা;
'জয় সত্যবান্' তথা রহিবে খচিত

অক্ষয় আকারে ; বহু দাস দাসী তথা
নিয়োজিবে দিবানিশি পদ সেবে তাঁর।
গাঁথি লয়ে পারিজাত মন্দারের মালা,
আসিবে সজনী সেথা লয়ে ডালা ভরি ;
নিত্য আসি সেবি কত দিবে উপাদান।
সন্ধ্যা কত তারা-ফুল করি বরিষণ,
পূজিবে সতত লাজে তামসী ভেদিয়া ;
মাখি লয়ে নিত্য নব কুসুম-সৌরভ,
ভৃত্য ভাবে যোড় করে বিলাবে আসিয়ে
আপনি পবন তথা দেবের আদেশে।
ধরি করে সত্যদেব আপনি তথায়
সুরচিত সিংহাসনে দিবেন বসায়ে,
অতি সমাদরে তাঁরে। আজি এ নিশীথে
পবিত্রিবে পতি তব ত্রিদিব-আলয়।
রয়েছে দাঁড়ায়ে আহা স্বরগ দুয়ারে,
যত সুরবালাদল কাতারে কাতারে,—
গাঁথি লয়ে রাশি রাশি ফুল-মালা করে,
দেবপদে আজি তাঁরে লইতে বরিয়া।
নিত্য নব বেশভূষা আদি অঙ্গরাগে
নর্ত্তকীর দল আসি গাহিবে নাচিবে—

অপূর্ব্ব রাগিণী, মরি মধুর রণনে,—
উদ্ভাসিত করি কত সেথাকে ভবন।
প্রভাতে প্রদোষে বসি পিক-দারাদল
তুলিবে পঞ্চমে তান বিটপী বিটপে।
এ সব নিনাদ বহি শ্রুতিপথে তাঁর,
ভ্রমিবে পবন, যেথা যা পায় কুড়ায়ে।
পতি তব বিরাজিবে এ সব মাঝারে,
মনের হরিষে কত। সতী স্বাধ্বী তুমি,
পতির সুখের বাধা সাজে না তোমার!
ত্যজ তবে পতি-দেহ এ কাল-সদনে;
অতি সমাদরে তাঁরে লয়ে যাই তথা,—
যেথা রহেছেন দেবরাজ ইন্দ্র মহামতি।
বিধির নিয়মে সতি, হইলে সময়
তোমারেও লয়ে যাব সে সুখ আবাসে;
কহিনু তোমারে সত্য,—সাপেক্ষ সময়।"
এত কহি নীরবিলা প্রবোধি বামায়
ধর্ম্মরাজ, নিজ ব্রত করিতে সাধন।
এতেক বচন শুনি সুধা-বরিষণে,
পাশরিলা নিজ পণ সাবিত্রী সুন্দরী
কুহকে মজিয়া। ছাড়িয়া পতির শির,

দাঁড়াইলা ক্ষণে বামা করি যোড় পাণি;
সুধাইলা পরে ধীরে মধুর বচনে,—
বীণা কণ্ঠে যেন, "কহ হে রাজন্, মোরে
কহ সত্য করি, থাকিবে কি স্বামী মোর
স্বরগ আবাসে সুখে? দাস দাসী যত
করিবে কি নিত্য আসি পদ সেবা তাঁর?
কিন্তু মোর সেবা বিনা হায় কিবা নাথ
হবেন তথায় তুষ্ট? রাখ রাখ দেব
সতীর মিনতি, চল মোরে লয়ে সাথে;
আমিও সেবিব তাঁয় দাসী-দলে মিলি।"

এতক্ষণে ধর্ম্মরাজ মিলিলা সময়;
পলকে লইলা হরি প্রাণ-পতি-প্রাণ
পাশাবদ্ধ করে; কহিলা অমিয় ভাষে,—
"যাও সতি! যাও তব গৃহে ফিরি এবে;
পাল গিয়া সতী-ধর্ম্ম। পতি তব আজি
দেবরাজ সহবাসে চলিল স্বরগে।"
এত কথা কহি যম উড়িলা নিমেষে,
শূন্য পথে বায়ু-রথে মেঘলোক ভেদি,
আপন দুয়ারে লয়ে।

আইল ধনিয়া

পুনঃ অন্ধকার, ব্যঙ্গ করি খিল্ খিল্
উঠিল হাসিয়া ; হুহু-রব করি তথা,
যেন কত শোক ভরে বহিল পবন ;
কুরবে পেচক পুনঃ উঠিল ডাকিয়া।
এতক্ষণ ঊর্দ্ধ নেত্রে, আছিলা নিরখি
শমন গমন সতী হতাস নয়নে।
কিন্তু যবে মিলাইলা দরশ বাহিরে,
পড়িলা আছাড়ি দেবী শব-দেহ পাশে ;
"হায়, হায়!" উচ্চারিলা আভাহীন মুখে ;
জড়িভূত যেন সব সে রব শুনিয়া।
হিয়ার নিভৃত কোলে, নীরব ভাষায়,
সকলি কাঁদিল যেন, "হায়, হায়!" করি।
বাড়াইয়া গম্ভীরতা, মরমে মরিয়া,
কাঁদিলা পাদপ-রাজি বিষাদি বিষাদে,—
সোহাগিনী সাথে যেন ; কাঁদিলা ভাবুক,
কল্পনে আঁকিয়া ছবি বিরলে থাকিয়া,—
শক্তিশেল সম বিদ্ধ বিরহ বেদনে,
অবলা যুবতী সাথে। হায় আজি নিশে,
কি-পাপে পাপিনী হয়ে, হইলা বঞ্চিতা
সতী পতিধনে। কি হেতু অধর্ম্ম করি,

লইলা হরিয়ে আজি আপনি ধরম
সতীর মুকুট! কেন বা মজিলা সতী
বক্তৃতা বিন্যাসে! কেন সম্মুখে তাহার,
ত্যজিলা সে পতি-অঙ্গ প্রভাব ভুলিয়া!
এই কি হে ধর্ম্মরাজ ধরম তোমার,
কষিত কাঞ্চন পড়ি ধূলায় লুটায়!
এত কি হে সহে প্রাণে!
কত কাঁদি আহা
পড়িলা লুটিয়া সতী পতি-দেহ-পরে।
আপন অঞ্চল তুলি, মুছাইয়া দিলা
পতির বদন, কত ভাবে ধীরে ধীরে।
নিরখিয়া আভাহীন নয়ন যুগল,
শোক-বীচি হৃদি-তটে পড়িল আঘাতি।
একাকিনী বসি সতী কুটিল কান্তারে,
কত যে কাঁদিলা আহা, কি কব কাহারে;—
আজি কোন ভাবে! আঁখি-নীর ঝরে যেন—
হিমাচল হৈম চূড়া খসিয়া খসিয়া,
ব্যথিতা ধরণী পরে পড়ে রাশি রাশি,—
তপ্ত অশ্রু ঝলসিল বারে বারে ঝরি।
শিশির আসারে সিক্ত শ্যামল হৃদয়

কাল-পরাজয়

পৃথিবী না পারি তাই সে শোক সহিতে,
চাহিলা পলাতে যেন বারিধি অন্তলে,—
সমগ্র সৃজন বক্ষে জুড়াতে সে জ্বালা।
কর্ত্তব্যের ভয়ে শুধু নীরবিলা দেবী।
নীরবিলা চরাচর যত, ক্ষণ পরে।
প্রাচীর দুয়ার হতে এত পরে শশী,
তুলি শির, উঁকি দেয়,—আধ লাজে কাটা;
(কিংবা ত্রাসে লুক্কায়িত শির-আভরণে।)
হেরি সতী-অঙ্গ-রাগ ধূলায় ধূসর,
কভু হাসে মৃদু হাসি রস পরিহাসে।
অপূর্ব্ব স্বরূপ তবু উঠিছে ফুটিয়া,—
প্রভাত অরুণ যেন কুহেলি আবৃত।

উদাস নয়নে চাহি, বন্য পশু যত
রহিল দাঁড়ায়ে; হিংসা-বৃত্তি যেন তারা
ভুলেছে সকলে। হায়, না জানে রোদন
তারা মানবের প্রায়, নহে উচ্চ রোলে
কাঁদিয়া কাটাত বন, আজি সতী-শোকে।
বিরহিণী নাহি তথা, তোলে কুলুতান;
কাঁদে শুধু লতা পাতা ঝিল্লির নিনাদে,
সতী সাথে,—বুঝি রসালেরে স্মরি ভগ্ন

আশ্বিনের ঝড়ে,—(তবু রহে আঁকড়িয়া
পতি-দেহ সতী, শুধু যুঝিবারে যেন
শমন সহিতে সেথা লতাকুলরাণী।)
এতেক না হেরি বামা কাঁদিতে লাগিলা;
কতই চিন্তিলা মনে,—"কি করি উপায়,
কার কাছে যাব নাথ! কে দেখাবে পথ,
কোথা বা আশ্রয় মোর, আরাধ্য দেবতা!
তুমি যে ভবন মোর, ভুবনে আশ্রয়!
তোমা হারা হয়ে তবে দাসীর আশ্রয়
কেমনে সম্ভবে? দাও দেব, দাও গুরু,
দাও স্বামী? দাও প্রাণ, দাও উপদেশ!
উপদেশে মুক্ত-কণ্ঠ সদাই তোমার,
তবে কেন তাকাইয়ে বিদেশীর প্রায়!
কহ কথা একবার ও সুধা-বদনে;
একবার, একবার, জুড়াই শ্রবণ!
শরতে শারদা হাসি নিত্য নব যাঁর
খেলিত অধরে ফিরে; মন প্রাণ মোর,
নাচাইত এক করে মিলায়ে মিলায়ে,
তালে তালে তার,—যথা শশী সজনীয়ে
নাচায় আপন ভোলা, নিভৃতের কোলে।

কাল-পরাজয়

কেমনে সে হাসি আজি ভুলিলে হে নাথ,
অবলা কাঁদাতে? কহ নাথ, এবে তব
আভাহীন শশিমুখে কেমনে তাকাব?
সুনীল সরসী মাঝে ফুল্ল কোকনদ,
মলয়ে সোহাগ ভরে দুলিয়ে দুলিয়ে,
আপনা পাশরে যথা, বিভোর প্রেমিক ;—
সেইরূপ হিয়া মাঝে লুকায়ে দুলিছে,
হাসি হাসি মুখ খানি ; কিন্তু আজি হায়,
কদলি পাদপ সম কাল বাতে শায়ি,
জ্ঞান হীন স্বামী। উঠ ধীর! উঠ
প্রাণ-বল! তোমা সম প্রেমিকের কভু
সাজে কি এ বেশ? তবে যদি বিধি হায়,
লিখেছিলা ভালে মোর বিরহ তোমার,—
কহ তবে, কোন দোষে, ত্যজিলা অকালে,
স্নেহময় স্নেহময়ী জনক জননী?—
যাঁদের স্নেহের বশে, দুরন্ত কাননে
পশি কাষ্ঠ আহরণে, সহিছ সকল,
আজি কাল নিশা-ক্রোড়ে। কেমনে ভুলিব,
মুরলীর তান সম মধুর প্রলাপ!
প্রতিধ্বনি সম এ যে বাজিবে শ্রবণে,—

তৃষায় জরায়ে হিয়া। হায়, শেল সম,
চিরদিন বিঁধিবে যে পরাণ পরশি ;
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ি হায়, খণ্ড খণ্ড করি,
উপাড়ি ফেলিবে ঝড়ে, বিরহ-পবন ;
বৃশ্চিক-দংশন সম দনশিবে কভু।
এত ব্যথা সবে প্রাণে, কেমনে বিশ্বাসি!
যাই তবে, তব সাথে ত্রিদিব কানন ;
সেথায় সেবিব নাথ চরণ দু'খানি।
কেমনে ত্যজিব আমি তোমা পরবাসে,
একেলা স্বরগ পথে শমন সহিতে ?"
এত কহি, জানাইলা আপন বারতা
সতী পবনের মুখে। ছুটিল পবন,
অনন্তে বহিয়া ত্বরা এতেক কাহিনী।
অপূর্ব্ব প্রতিভা পুনঃ উঠিল ঝলসি,
অচলা অটলা বামা, সুদৃঢ় কামনা,
বদ্ধ পরিকরে যবে উঠিলা দাঁড়ায়ে।
কার সাধ্য ভাঙ্গিবারে পতিব্রতা-পণ।
চমকিলা ধর্ম্মরাজ ; নড়িল স্বরগে
ঘণ্টা অমঙ্গল নাদে, অত্যুচ্চ নিক্কনে ;
টলিল মুকুট হায় দেবরাজ শিরে ;

প্রমাদ গণিলা ব্রহ্মা কটিনী পাতিয়া।

অশনি-গমনা দেবী, অতি পতিব্রতা,
আদর্শ রমণী সতী, হিন্দু-কুলরাণী
পলকের পরে যেন শমন পশ্চাতে,
উড়িলা বিমানে ধেয়ে। উচ্চ শির যত
শাল তাল বৃক্ষ-রাজি নোয়ায়ে শরীর,
সসম্ভ্রমে সবে, তারা ছাড়ি দিল পথ;
ঝটিতি আইলা ধেয়ে ঝটিকা বহিয়া,
ঘন ঘন শ্বাস ত্যজি, অতি শ্রান্ত হয়ে,
অসীম উদ্বেগে,—যেন "হায়, হায়" করি,
ছুটে চলে জানাবারে বিপদ বারতা।
হীন প্রভা তারাগুলি নীলিমে থাকিয়া,
রহিলা তাকায়ে যেন বিস্মিত নয়নে।
এই রূপে অঘটন ঘটায়ে সকলি,—
পর্ব্বত শিখর, কত বন উপবন
লঙ্ঘিয়া চলিলা সতী কোন্ মহাদেশে।
পশ্চাতে পড়িল যারা, স্তম্ভিত সকল।
অমঙ্গল ঘণ্টা শুনি, স্বরগ গমনে,
শমনের মন কভু স্থির নাহি রয়।
বাম অঙ্গ, বাম চক্ষু নাচিল সহসা।

এত দেখি, এত শুনি, বুঝিল শমন,
ঘটে বুঝি পরমাদ দৈবেরে লঙ্ঘিয়া ;
ধরম করম বুঝি যায় রসাতলে।
খণ্ডিল বুঝি বা আজি বিধির লিখন
এত ভাবি মনে মনে চলিলা শমন,
অন্যমন হয়ে হায় ত্রিদিব দুয়ারে।
হেন কালে দূর হতে, নারীর রোদনে,
"তিষ্ঠ, তিষ্ঠ," ধ্বনি আসি পশিল শ্রবণে।
চাহিয়া চমকি পিছে, দেখিলা বিস্ময়ে,
সাবিত্রী আসিছে দূরে পিছনে ছুটিয়া।
আশ্চর্য্য কীরিতি হেরি, চলে না চরণ ;
রহিলা দাঁড়ায়ে যম জড়ের সমান।
ভয় প্রদর্শিয়া পরে, কহিলা সভয়ে
তবু,—"ক্ষান্ত হও সতি ! হয়ো না চঞ্চলা !
দেহী-অধিকার হেথা, কভু না সম্ভবে।
যাও ফিরে প্রাণ লয়ে, যদি চাও কভু
আপন মঙ্গল, আহা, নহে জানি আমি,
দূতগণ আসি মোর বধিবে পরাণ
তব, কহিনু নিশ্চয়। পালিও ধরম
সতীর জীবন-ব্রত। নহে শব-দেহ,

শৃগাল কুক্কুরে ছিঁড়ি, করিবে ভক্ষণ!”
সঙ্কোচে চমকি যম আপনা আপনি,
রহিলা নীরব যেন শত অপরাধে।
“কি বলিলি রে শমন?” কহিলা সাবিত্রী,
সকোপে উচ্চারি যেন মর্ম্মাহতা হয়ে,—
“সতী আমি, যদি কভু করে থাকি নিত্য
স্বামী-পূজা, স্বামী বিনা যদি কভু নাহি
জানি আর, কার সাধ্য পরশিতে আজি
পতি অঙ্গ মম, মোর আদেশ বিহনে?
পতি অঙ্গ ছিঁড়ি মোর করিবে ভক্ষণ,
এত কি শকতি ধরে দুরন্ত শ্বাপদ?
কে তোরে ঠেকায় দেখি মম হাত হতে!
এ কথা বলিতে কিরে, গেল নাকি তোর
ফাটিয়ে হৃদয়? কেন তবু জিহ্বা তোর
গেল না খসিয়ে? জানি আমি তোর মত
নিষ্ঠুর নির্ম্মম, আর নাহিক জগতে!
মাতৃ-অঙ্ক হতে, কাড়ি লও তার তুমি
নয়নের মণি সম প্রাণাধিক ধন।
অবলা যুবতী-রূপে হিংসায় ফাটিয়া,
ছিনাইয়া লও তার হৃদয় ছিঁড়িয়া,

এক মাত্র স্বামী-ধন।" বিদেশিনী প্রায়,
রুক্ষ কেশে শুভ্র বেশে ফিরাও দুয়ারে,
ভিখারিণী প্রায় তারে! দেখ রঙ্গরস,
ডুবায়ে পঙ্কিল জলে সুবর্ণ-তরণী!
স্বামীর পরাণ মোর দাও রে ফিরায়ে,
কেমনে পরাণ ধরে তোমারে বিশ্বাসি!"
সঙ্কোচ হৃদয়ে যম, কহিলা কাতরে,—
"ক্ষম সতি! দেবী তুমি, ক্ষম অপরাধ,—
ক্ষময়ে জননী যথা সন্তানে তাঁহার;
প্রলয় সভয়ে আমি কহিনু এতেক।
যাও ফিরে যাও গৃহে রাখিয়ে মিনতি!"
এত শুনি উত্তরিলা সস্নেহে সাবিত্রী,
ভুলিয়া শমন দোষ, স্মরিয়া আপনে,—
"একি কথা শুনি আজি তব সুধামুখে,
ধর্ম্মরাজ! কে কোথায় কবে শুনিয়াছে
পতিহীনা সতী সুখী? হয়োনা নির্দ্দয়
এত অবলার প্রতি! এ ভব মাঝারে,
পতি বিনা নাহি জানি সুখ কিছু আর।
বিচক্ষণ বুঝ মনে; ধর্ম্মরাজ তুমি,
পতি ছাড়া অবলার কি আছে জগতে!

পতি ধর্ম্ম, পতি কর্ম্ম, পতি ব্রত সার,
পতি গতি, পতি স্থিতি, পতিই আধার
রমণীর জ্ঞান যেন! এ সব কথাও
কিহে ভুলেছ ধরম? তবে কেন হায়,
দীনা, হীনা, পতিপ্রাণা দুঃখিনী কান্তারে,
সেই স্বামী ছাড়িবারে কহ বারেবার?
করি হে মিনতি দেহ আদেশ আমারে,
চলে যাই যথালয়ে মোর স্বামী-ধন
করেন গমন। থাকি তাঁর সহবাসে,
দাসী-কুল মাঝে আমি সেবিব যতনে,
ও পদ দু'খানি তাঁর। নিত্য অভিনব
কুসুম চয়ন করি,—কহিলে যেমন,
দেখিবে তেমন তুমি, দেখিবে কেমন
মনোমত মাল্য রচি সাজাব চরণ।
আহা বুঝি আর কেহ নারিবে তেমন—
নিত্য ফুল উপাদানে তোষিতে পরাণ।
এটুকু মিনতি দেব, ঠেলনা হেলায়!"
এত শুনি বাক্‌হীন ক্ষণেক শমন
নিমেষ নয়নে চাহি, রহিলা দাঁড়ায়ে;
অটলা জানিয়ে তার এতেক বাসনা,—

নারিলা করিতে ক্ষণে নিজ মতি স্থির।
ক্ষণ পরে যমরাজ কহে স্নেহ-ভরে,
কি ভাবি ভুলাতে তায় মধুর বচনে,—
"শুন সতি! অঘটন ঘটায়েছ তুমি;
দেখায়েছ নারী-কুলে সতীত্ব-প্রভাব।
হেরি তব দৃঢ় পণ, হয়েছি আপনি
মন্ত্রমুগ্ধ ফণী সম। করি আশীর্ব্বাদ,
আদর্শ রমণী হয়ে থাকিও ভবনে।
তবু বর লহ সতী যা চাহ আপনি;
পতি ভিক্ষা দান শুধু কর না মিনতি।
সন্তুষ্ট হয়েছি আমি প্রয়াসে তোমার,
যেবা ইচ্ছা হয় বর করহ গ্রহণ।"
যাচি দিতে চাহে বর শমন সুমতি,
শুনি সতী ভাবে মনে,—"কি করি প্রার্থনা?
পতি-ছায়া বিনা হেথা মরুভূমি মাঝে,
বিন্দুবারি বরষিয়া কি করিবে হায়!
স্বার্থে কাম নাহি মোর বুঝিনু নিশ্চয়।
তবে মাগি বর, যাহে শ্বশুর শাশুড়ী,
নব চক্ষুদান লভি, যাপিবে জীবন।
তবু তায় মানি মম জনম সফল।"

এত ভাবি মনে মনে কহিলা প্রকাশে,
"আঁখি হীন হের মোর শ্বশুর শ্বাশুড়ী,
বহু জ্বালা সহে তারা নয়ন বিহনে।
তাঁহাদের কর দেব পুনঃ চক্ষু দান।"
"ভবতু," বলিয়া যম প্রশারিলা পাণি।
"ফিরে যাও এবে সতি তব নিজ গৃহে;
বিলম্ব কর না আর, সেব গিয়া ত্বরা
তাঁদের চরণ, বুঝাও তাঁদের দোঁহে
প্রবোধ-বচনে।" এত কহি, ধর্ম্মরাজ
ফিরিলা আবার ধেয়ে, স্বরগের পানে,
বৈদ্যুতিক বেগে। কিন্তু সতী সুলোচনা
রহিলা দাঁড়ায়ে তবু বিরস হৃদয়ে।
পদ কভু না চাহিল ফিরাবারে গতি।
কাল মেঘ মালা প্রায় প্রাবৃট্ গগনে,
সুগ্রহে ঢাকিল যেন অর্দ্ধ নিশাযোগে,—
যতেক ভাবনা আহা সে সুখ আননে;
বাহিরিল মাঝে তার তেজঃপুঞ্জ কভু,
আশায় খেলিয়া; নীরবে হানিল বজ্র
বিরহ বেদনে ফাটি, শমনের পানে।
কহে সতী কত কাঁদি, অচল টলায়ে,—

"কোথায় ফিরিব আমি, কার কাছে যাব!
কে আছে আপন জন, তোষিতে তেমন,
মধুর বচন কহি,—কেবা মোরে আর!
প্রাণ নাই দেহ টুকু ক'দিন জিয়ব!
বসন্ত হারায়ে পিক রহে কত দিন!
মধুচক্র বিনা বাঁচে কবে মধুকর!
হায় যবে ফিরে যাব কুঠির দুয়ারে,—
অকালে অমেঘে যথা দুপুরে আঁধার,
কেমনে হেরিব আমি এ দশা তাঁহার!
ক্ষুধাতুর ক্ষুধাতুরা পিতা মাতা তাঁর,
পদ-শব্দ পেয়ে মোর আসিবে ছুটিয়ে,
দাঁড়াব সে দ্বারে যবে, কি কব তাঁদের,—
'এস বৎস,' বলি যবে প্রশারিবে কোল!
তৃষিত নয়নে যবে ব্যাকুল পরাণে,
না হেরি কুমারে দোঁহে জিজ্ঞাসিবে মোরে,
(স্নেহের পেষণে মোরে পিষিয়ে নূতন—
নব আঁখি পেয়ে তাঁরা আমারি কারণ,)
'কত দূরে পুত্র মোর, কোথা রেখে এলি?
একাকী কোথায় তারে আইলি ছাড়িয়ে,
নিশিথ আঁধারে?' আহা কাতরে কহিয়ে,

করিবে গঞ্জনা কত; হায় রে কি করে,
বুঝাব তাঁদের তবে, কি কব তাঁদের !
কি ভাবে বা উচ্চারিব দুঃর্ভাগ্য-কাহিনী,
হায় কোন পোড়া মুখে! কেমনে অভাগী
সহিবে সে বিষ জ্বালা। কোন্ করে আজি,
হায়; কোন্ প্রাণ ধরি, বৃন্তচ্যুত ফুল
দু'টি,—আধ ফোটা আঁখি, খণ্ড খণ্ড করি
ভাসাব সলিলে!—প্রাণ ভরা আশা টুটি,
ভেসে যাবে হায় তাঁরা দুরাশা মাঝারে।
"হায়, হায়!" করি যবে, ভগ্ন হৃদে তাঁরা
করিবে রোদন; গণ্ড বাহি আঁখি-নীর
হইবে প্লাবিত,—হায় কোন্ করে করি,
মুছাইব তায়? যবে নারিয়ে বহিতে
তারা শোকভার হৃদে, লুটিবে ভূতলে,
আছাড়ি কাছাড়ি পড়ি,—রাখিব তাদের
কেমনে সান্ত্বনা করি? কে আছে আমার,
হায়, কেবা করে মোরে যোগ্য প্রতিকার?
ধন জন, আশা ভর্ষা, সকলি যে আজি
গিয়াছে চলিয়া স্বামী সাথে; কহ মোরে,—
কে আছ কোথায় তবে আপনার জন!

বড় ব্যথা প্রাণে! হায় নারী—কর-ভূষা,
ইন্দ্র-বজ্র সম মোর লৌহের বলয়,
প্রাণে প্রাণে বাঁধা আছে একেতে মিলিয়া,
কেমনে টুটিব তায়! হায়, কোন প্রাণে!
ছিঁড়ে যাবে হৃৎপিণ্ড এ বাঁধা ছেদনে।
ললাটে সিন্দূর রেখা শুভাঙ্কিত তাঁর,
সিঁথে স্মৃতিটুকু হায় ঘুচাব কেমনে!
কেমনে মুছিব তায়, এ প্রাণ ধরিয়া!
এ ত কভু সহিবে না হৃদয়ে আমার!
যাক প্রাণ, থাক প্রাণ, ফিরাব শমনে।"

এতেক চিন্তিয়া সতী হল অগ্রসর
শমন পশ্চাতে। "তিষ্ঠ. তিষ্ঠ!" রবে হায়,
করুণ রোদন পুনঃ শুনিল শমন।
ফিরে দেখে সাবিত্রীর পুনরাগমন।
অচলা অটলা বামা কুহক বচনে,
দাঁড়াল আসিয়ে ধেয়ে সম্মুখে তাহার।
হেরি যম উচ্চারিলা সভয়ে বিস্ময়ে,—
"একি নারি! হেথা তুমি আস কি কারণ?
পলাও, পলাও ত্বরা, নহে যাবে প্রাণ।"
কহিলা সাবিত্রী, তবু কাতর বচনে,—

"বধ মোরে তাহে মোর নাহিক বিষাদ।
ধর্ম্মরাজ তুমি দেব! না কর বর্জ্জন
কভু অবলা আশ্রিতে। কলঙ্কিত হবে
তায় তব মহানাম; আশ্রিতে আশ্রয়
দান ধর্ম্মের প্রধান। ধর্ম্মের বচন
কর না হেলন। স্বামী সাথে যাই আমি,
দেহ পদাশ্রয়,—যথা লয়ে যাও তাঁরে।
নহে মোর স্বামী-ধনে দাও হে ফিরায়ে,
ফিরে যাই তাঁরে লয়ে আপন আলয়ে।
একাকিনী হেরি হায়, আমারে তাঁহার
জনক জননী আসি, সুধাবেন যবে,—
'কোথা রেখে এলি ওলো, মোর সত্যবানে?'
কি কব তাঁদের? হায়, আমি কি বলিয়ে
বুঝাব তাঁদের? আহা যবে আছাড়িয়া
পড়িবে পুরতে মোর শুনি এ বারতা,
কেমনে তোষিব আমি দম্পতী দোঁহারে—
নয়নের মণিহারা? হেন আঁখি দানে
বল হবে কিবা ফল? পুত্র বিনা যদি,
চির তরে রহে পুরি ঘেরিয়া আঁধার,
নয়নের ক্ষীণ দৃষ্টি কি করিতে পারে?

তবে বল কোন্ খানে প্রার্থনা পূরণ?
শুধু প্রবঞ্চনা! ধর্ম্মরাজ, কর তবে
বাসনা পূরণ, যদি যাচিয়ে দিয়েছ!"
দোলুল মানসে তবে কহিলা শমন,—
"তোষিত হয়েছি সতি! রমণী-মণ্ডলে
তব গুরু-ভক্তি হেরি। লহ তাই বর,
যা দিব আপনি আমি পূরাতে বাসনা।
হৃত রাজ্য পুনঃ তাঁরা পাবেন ফিরায়ে,
নয়নের তৃপ্তি হেতু।" সস্নেহ বচনে
কহিলা আবার ধীরে,—"যাও সতী ফিরে,
রাজ-কুল-বধূ তুমি, সেব গে যতনে।
কর না বিলম্ব আর অনর্থ বিবাদে;
লগ্নবেলা প্রায় মোর হয়েছে অতীত।"
এত কহি, নিজ কাজে চলিলা শমন।
এতক্ষণে কত দূর গিয়াছে শমন,
কত নদ, নদী কত, গহ্বর, কন্দর,
পর্ব্বত শিখর কত ফেলিয়া পিছনে,
চলিয়াছে যম। তবু পিছনে তাকায়
সদা, যত দূর যায়। আসিতেছে সতী,—
বহু দূর গিয়া পুনঃ দেখিলা সভয়ে;

স্পন্দিত হৃদয়ে তবে উঠিল তরঙ্গ।
কল্পনা কটিনী পাতি, গণিল তখনি
প্রমাদ ঘটন;—মানব-অগম্য পথে
কেন আসে সতী!—"হায়, আজি কোন দেবী
নারী-রূপ ধরি মোরে করে প্রবঞ্চনা!
তবে কেন বিধিলিপি করিবে খণ্ডন!"
এত ভাবি, আপনারে তোষিলা শমন,
আসন্ন আপদে। ধীরে ধীরে অগ্রসরি
সাবিত্রী নিকটে, যোড় কর করি যম,
সম্ভাষি অমিয় ভাষে, কহিলা কাতরে,—
"করি গো মিনতি দেবি! রাখ লো ধরম;
স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে যাও স্বগৃহে তোমার!"
আশ্চর্য্য সতীর পণ; শুনি সব কথা
শমনের স্থগা-মুখে, করে অট্ট হাস
সতী, পাগলিনী প্রায়; অশনি খেলিল,
পতিহীন হীনপ্রভা চন্দ্রাননে তার
মেঘেন্দ্র ভেদিয়া যেন; বারিধারে বাণি
হল বরিষণ; কিবা, এ দৃশ্য হেরিয়ে,
শঙ্কিত শমন তথা রহিলা দাঁড়ায়ে,
আঁখি মুদি, অধোমুখে। ব্যঙ্গ করি যেন,

কহিতে লাগিলা সতী,—(ধরায়ে সরম
কুঞ্চিত, ললাট-পটে, তীব্র তিরস্কারে;)
"হয়ে নিজে ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্মরক্ষা হেতু
করিছ মিনতি? আশ্রিতে ত্যজিতে চাহ
ধর্ম্মরক্ষা হেতু? তস্করের বৃত্তি হৃদে
দিয়েছ আশ্রয়, বুঝি ধর্ম্মের কারণ?
ধর্ম্মরাজ নামে তব দিনু শত ধিক!
এত যদি হয় তব ধর্ম্মের পালন,
তাড়াইয়ে দিও মোরে পুনঃ লোক-মাঝে,
বঞ্চিতা এ প্রাণারামে অবলা আশ্রিতে।
কিন্তু দেব, জেন মনে, নাহি রব স্থির;
কাঁদিয়ে ফিরিব তথা দুয়ারে দুয়ারে,
ধর্ম্মেরে নিন্দিয়া; তোমা সম দেব-কুলে,
কহিব সবারে আমি অধর্ম্ম-বারতা;
বালিকা, বনিতা, বৃদ্ধা যারে যথা পাব,
কহিব ফুকারি তব তস্কর-কাহিনী!
কহিব সবারে, ধর্ম্ম শুধু আছে নামে,
নাহিক করমে; আপনি ধরম-রাজ
করে না পালন। কহিব যুবতী-দলে
শ্রবণে ধরিয়া, সতীত্বের হীন বল,

করেছে গমন, হরি সতী-শিরোমণি।
অধর্ম্ম প্রবল, সদা ফিরিব ঘোষিয়া।
ধর্ম্ম হেতু অনুষ্ঠান কিছু না রাখিব,
হৃদয়-মন্দিরে মোর বিবেক পূজায়।
দলি তায় পদ-তলে, ফিরিব নির্ভয়ে।
যত ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছিঁড়ি করি কুটাকুটি
ভাসাইয়ে দিব শেষ আবিল সলিলে।
ধর্ম্মনাম মুছে দিব ব্রহ্মাণ্ড হইতে।
কিন্তু যদি সত্য চাহ ধর্ম্মের উপায়,-
শুন তবে কহি আমি, ফিরাইয়ে দাও
যদি পতি-ধন মোরে, নাহিক সংশয়,
স্বেচ্ছায় মরতে আমি করিব গমন;
কিংবা লয়ে চল মোরে স্বরগ আবাসে;
পতি পাশে বিরাজিব দাসী হয়ে তাঁর।
নতুবা কহিনু আমি,—বল সমর্পিয়া,
অবলা আশ্রিতে তব হইবে ত্যজিতে—
তোমার ধরমে! নিশ্চয় জানিও তাহে,
ধর্ম্মরাজ নামে তব পড়িবে জঞ্জাল।
যা চাহ করহ তাই, কহিনু বিশেষ।"
এত কথা শুনি যম সাবিত্রীর মুখে

পড়িলা অকূলে যেন দু'কূল হারায়ে।
বিভ্রাট ঘটিবে তায়, নাহিক সংশয়।
"কি করি উপায় ?"—তাই ভাবে মনে মনে
নিজ ভাব গোপনিয়া কহিলা সতীরে,—
(সন্ধ্যা-মায়াজাল যেন শিশুর শিরসে,)
"হেরিলাম সতি, তব আশ্চর্য্য প্রভাব !
হইনু আপনি আমি তাই মুগ্ধ প্রায়।
পতি বিনা লহ বর যাহা ইচ্ছা হয় ;
তোমারে দিবারে মোর বড় সাধ মনে।"
আবার হাসিলা সতী করি অট্টহাস !
"চাতকে দিবারে চাহ সুমিষ্ট রসাল,
দুরন্ত নিদাঘ তাপে ? সতী-জন্ম লভি,
নারী হয়ে, অজ-সম যুপকাষ্ঠ পাশে
রাশি রাশি বিল্বপত্র করিবে ভক্ষণ,
জ্ঞানহীন হয়ে আজি মনের হরষে ?"
কিন্তু মায়া-জাল যত আসিয়া তখনি
সাবিত্রীর জ্ঞানটুকু ঘেরিয়া দাঁড়াল ;
জ্ঞানহীনা প্রায় সতী নারিলা চিনিতে,
আপনে আপনি হায় ! কহিলা কাতরে,
তাই সে কাল-সদনে,—"বৃন্তচ্যুত হয়ে,

কাল-পরাজয়

পুষ্পকলি হায় কোন্ সলিল-সিঞ্চনে,
উঠিবে ফুটিয়া ?—(স্বামী বিনা সুখ মোর ?)
তবে যদি দয়া কর, দেহ মোরে বর,—
যাহার কারণ মোর জনক জননী,
রাজ্য রক্ষা হেতু তাঁরা করেন দর্শন
পুত্র মুখ। তবু তায় স্বার্থক জীবন।"
"পূর্ণ তব মনস্কাম," বলিয়া শমন
হল অন্তর্ধান, তথা হতে নিজ কাজে,
ফিরিবারে কহি হায় সতীরে আবার।

সংশয়-সাগরে মগ্ন বিপন্ন শমন
চলে দ্রুতগতি। কিন্তু হায়, সে চরণ
না মানে বারণ; সদাই থাকিতে চায়
পিছনে পড়িয়া। প্রতি পদক্ষেপে যেন
বাধিছে জড়িয়া, যথা স্বপন প্রভাবে।
এতদিন পরিচিত পথ যেন আজি,
কুটিল বক্রতা ধরি, করে প্রবঞ্চনা।
পিছনে আনন যেন ফিরিছে আপনি,—
তথাপি ঘুরায় আঁখি সম্মুখ প্রান্তরে।
চিন্তার বারিধি হতে,—"কি হবে না জানি,"—
হেন রূপ ধরি ফেনি উঠিছে তরঙ্গ,

দু'কূল ভাঙ্গিয়া যেন। এইরূপে যম,
জোর করি যেন তার টানিয়ে চরণ,
চলিলা স্বরগ পথে ; কি কুক্ষণে হায়,
হেন বেশে দেখে যম কৌতুহল বশে
ফিরিয়া পশ্চাতে, আসিতেছে ধেয়ে সতী
উন্মত্তা করিণী। এলায়িত কেশ-পাশ
মলয় মারুতে উড়ে, ঘনচয় সম
কভু মুখে পড়ি কিবা, পূর্ণিমা নিশিথে
ভাসি, আবরিছে যেন পূর্ণ শশধরে।
আলু থালু হয়ে পড়ে অঙ্গ আভরণ ;
কভু সে অঞ্চল তার ত্যজি বক্ষ ভার,
ধুলায় লুটায় পড়ি। পড়িছে হুচাটি
সতী বসনে বাঁধিয়া। হয়েছে শরীর
তার হায় ক্ষত ক্ষত। শত মুখে যেন
শোণিতের শ্রোত বহি যেতেছে ভাসিয়ে!
পতি-নাশাঘাত-পাশে বুঝি এ আঘাত
তুচ্ছ হতে অতি তুচ্ছ, তাই নাহি গণে।
পাগলিনী প্রায় সতী হাহাকার করি
আসিছে ছুটিয়ে,—শোকে আঁখি বিস্ফারিতা।
হায় আজি কোন্ প্রাণে তস্করের প্রায়

ছুটিয়ে পলায় যম, এ দৃশ্য হেরিয়ে।
থমকি থামিল তাই ভুলিয়া করম।
নিরখি মাধুরী যম অতৃপ্ত নয়নে,
কহিলা মধুর ভাষে, সম্ভাষি সতীরে—
"শুন দেবি! কহি যাহা, মানস পাতিয়ে,
শমনের সাথে কি গো বিবাদ সম্ভবে?
দেবী হয়ে অঘটন কেন বা ঘটাবে?
ত্যজিবারে নারি তোমা, আশ্রিতা বলিয়ে,
নিমেষে উধাও নহে হতাম অচিরে!
আসিয়াছি হের এবে স্বরগ-দুয়ারে;
অদূরে রহেছে হের নর নারী কত
পুণ্যশীল, পুণ্যশীলা; মনের হরিষে
তারা বিরাজিছে কিবা; দাম্পত্য-মিলন
হের হেথা বা কোথায়! নর নারী হেথা
সবে রহে সমভাবে,—দেবেন্দ্র-চরণ
সেবি বন-ফুল-হারে। হের কত শত
দাম্পত্য বন্ধন ছেদি বিরাজিছে একা।
পরাণের মণি তরে হেথা নাহি কারো
অধিকার করে চিন্তা হিয়ার মাঝার।
প্রাণের বাঁধন ছেঁড়া যাতনা কেমন,

কেহ নাহি আসে হেথা, কি কব তোমায় ?
এ হেন পবিত্র ধামে, দেহীর সেবায়,—
গন্ধহীন পুষ্প-কলি হবে অর্ঘ্য দান ;
সুগন্ধ ফুটন্ত ফুলে যবে তথা নারে
করিবারে দেব দেবী মানস রঞ্জন।
তাই বলি যাও ফিরে যথা মন চায় ;
পতির চরণ রাখি মানস-মন্দিরে,
কর গিয়া নিত্য সেবা। রহ গিয়া সতি,
অপেক্ষিয়া এই রূপে যতদিন আমি
পরশন নাহি করি বিধির বিধানে।
দেবী তুমি, কাল আমি, কি কব তোমায় ;
বিধি নামে দিও না গো কলঙ্ক কালিমা।
ভুলেছ কি দেবী হয়ে কালের নিয়ম ?
ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি কি দিবে বিসর্জ্জন,
স্বার্থের কারণ ? জান না কি তোমা সম
কত শত নারী, তারা হারায় পলকে
এ কালের করে দিয়া পতি প্রাণ-ধন ?
কিন্তু কেহ রোধে নাই গমন আমার।
ধৈরয ধরিয়ে তারা যাপে মহাকাল।
ধৈর্য্য গুণ জেন মনে জগতে প্রধান।

মোর কাছে ধৈর্য্য গুণ প্রবল মরতে,
নহে জানি রসাতলে যাইত অবনী।
তুমি তার বিপরীত কি হেতু ঘটাবে?
ধর্ম্মরাজ হয়ে আমি করি গো মিনতি,
দাও সতি! অনুমতি, যাই নিজ কাজে।
বিচক্ষণ বুঝি মনে, রাখ মোর মান।
সতী হতে হীন আমি, মানিনু আপনি।"
এত কথা শুনি সতী শমনের মুখে,
ভ্রম ত্যজি তাকাইলা সম্মুখে অদূরে,
সুবর্ণ প্রাসাদ তথা পাইলা দেখিতে।
শূন্য ভেদি চূড়া তার রহেছে দাঁড়ায়ে,
হীরক খচিত কিবা। উজ্জ্বল পতাকা
এক রজত আকার, উড়িছে মলয়ে
কিবা পত পত করি, ঘোষিয়া সবারে
নির্দোষ ভাষায় পুণ্য। নাহি ঘন-জাল;
সকলি উজ্জ্বল তথা, ঝিক্ ঝিক্ করে
সদা চন্দ্র সূর্য্যাতপে। দিবা নিশি যেন
তথা নাহি ভেদাভেদ। স্ফটিক্ নির্ম্মিত
স্বরগ-দুয়ার আহা রহেছে দাঁড়ায়ে;
শোভিছে কেশরী শিরে তার; কোষমুক্ত

খড়্গপাণি দ্বারী দুই পাদদেশে তার
নীরবে রয়েছে খাড়া। নত শিরে তারা
কারে ছাড়ি দেয় পথ স্বরগ গমনে;
কারেও বা বাধে; কারেও বা দূর হতে
ধেয়ে পশুরাজ ত্বরা করয়ে তাড়না—
দশন বিকাশি শিরে, ভয় প্রদর্শিয়া।
কত নর নারী আসি কারে দিয়ে কোল
লয়ে যায় অভ্যন্তরে সাদরে সম্ভাষি,—
নৃত্য, গীত, নানা বাদ্যে অতি সমাদরে।
সেথা কত দেব-বালা উৎসবে মাতিয়া,
আসে যায় খেলে কত, নিত্য নব বেশে;
নর্ত্তক, নর্ত্তকী কত গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
নৃত্য করে তারা সবে অমল সঙ্গীতে।
নপুর নিক্কন আহা বীণার রণন
মধুময় প্রস্রবণে করে আলিঙ্গন।
আশ্চর্য্য মহিমা কিন্তু অতি অপরূপ,—
কেহ নাহি শুনে কারো উৎসব সাধন;
সকলেই মত্ত তবু উৎসব কৌতুকে—
নিজ নিজ ভাবে। কেহ নাহি চাহে কারে;
কেহ কভু কারো তরে বাধা নাহি মানে।

সেথা ইন্দ্র দেবরাজ কনক আসনে,
সদানন্দে বিরাজেন বামে শচী লয়ে।
পদতলে সিংহ সিংহী শোভিছে সতত।
শচী-কণ্ঠে পারিজাত যৌবন বাড়ায়ে,
সতত বিকাশি শোভে মালার আকারে,—
বিনা সূত্রে গাঁথা; মধ্যে তার মরি মরি
মন্দার কুসুম-মণি দুলায় সমীর।
ধরিয়াছে মণি মুক্তা দেবরাজ গলে
কিবা শোভা মনোহর! শিরোপরে মরি
মুকুট সুন্দর আহা হীরক খচিত,
শিখিপুচ্ছ তারোপরে সৌন্দর্য্য বাড়ায়।
দুই পাশে দুই সতী হেলিয়ে দুলিয়ে
চামর ঢুলায় কিবা। কত গ্রহ তারা
রবি শশী সাথে করে নিত্য ক্রীড়া কত
পদতলে তাঁর; আপনি দামিনী তথা
সতত খেলিয়া রাজে শচী-পদতলে;
লুকাইয়ে লাজে কভু নিন্দিতা গৌরবে—
বিনা মেঘে।
কিবা তথা নন্দন কাননে,
প্রত্যহ সজনী করি কুসুম চয়ন,

গাঁথে মালা ডালা ভরি; পূজা তরে কত
রাখি দেয় সযতনে মনোমত করি;
কভু সে সুন্দরী মরি আপনার ভাবে
সাজায় কবরী রাখি গ্রথি আপন কুন্তলে।
হাসিছে আপনি, কভু তনু রুচি সাজে
ছড়ায়ে বিলায়ে যেন রূপের ভাণ্ডার।
কুসুম সৌরভ মাখি মেদুর মারুত
উদাসী বহিয়ে যায় অনন্তে মিশিয়া।
হেন বেশে বারমাস বিরাজে বসন্ত
তথা নিত্য নব ভাবে। মকরন্দ পানে
বীতরাগ অলি তথা গাহি গুন্ গুন্
ভাসিয়ে মলয় ভরে করিছে নর্ত্তন।
আপনি পীযূষ মাখি হাসিছে প্রসূন।
কেহ নাহি করে কারো সম্পদ হরণ।
ভাণ্ডারের দ্বার সব সতত উদম্;
কেহ কারো পানে চাহি না মানে অভাব।
নাহিক বায়স, তথা নাহিক পেচক,
শোণিত লোলুপ কিংবা শৃগাল কুক্কুর;
পাপিয়ার শুধু গান; পিক কুহু তান
পঞ্চমে উঠিয়া মিলে দিগন্তে ধ্বনিয়া।

কাল-পরাজয়

সেথা মন্দাকিনী তটে ব্রহ্মা বিষ্ণু বসি,
তটিনীর কলস্বনে মিলায়ে রণন,
সত্য নাম গাহি সদা বাজাইছে বীণা।
একে একে ঢেউগুলি আসিয়ে কিনারে,
লইল কুড়ায়ে যেন গণিয়া গণিয়া
সেই সে সুতান, পাতি মন্দাকিনী-হৃদে;
মরতের পানে ধীরে ছুটেছে তটিনী
সে তান বহিয়ে। সেথা, যে পারে ধরিতে,
যে পারে চিনিতে তারে লয় সে কুড়ায়ে,
মানস সাজায় আহা সত্য জ্ঞান-হারে।

সেথা হিংস্র জন্তু যত স্বরগ গহনে,
হিংসা বৃত্তি পরস্পরে করি পরিহার,
করিছে বিহার। অজ, ব্যাঘ্র, মৃগ, সিংহ
কেলি করে ছুটে ছুটে একত্রে মিলিয়া,
বন উপবনে। মরি কিবা অনুপম
মহিমা তথায়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অধীরতা,
ক্লান্তি পরিশ্রমে যেন নাহিক তথায়।
মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে আহা সকলি বিরাজে।
সাবিত্রী তেমনি মুগ্ধা, নীরব নিচল।
নারিলা মুদ্রাতে আঁখি, কুহকে মজিয়া।

চারিদিকে ছেয়ে এল ধূ[illegible]

সে মায়া ত্যজিয়া সতী ফিরালে নয়ন,
পাইলা দেখিতে হায় বাম পাশে তার,
ছুটেছে তটিনী এক গভীর হুঙ্কারে;
গরল তরঙ্গ তার উঠিতেছে ধেয়ে,
পর্ব্বত প্রমাণ উঠে পড়ে আছাড়িয়া,
কূলে উপকূলে; ধার সম নীর তার।
ব্যাদিয়া বদন কত শত জলচর
ভাসিছে জাগায়ে শির; করপত্র সম
রহিয়াছে পাটে পাটে বিশাল দশন।
হেরিবারে? কোন্ পারে ছুটেছে তটিনী
নারকীয়া বৈতরিণী, পাইলা দেখিতে,
অদূরে চাহিয়া সতী আগ্রহ নয়নে
আহা দৃশ্য নরকের। সহসা শিহরি
বালা ভয়ে ব্যাকুলিতা মুদিলা নয়ন;
হৃদয় স্পন্দন দ্রুত হতে আরম্ভিল;
আঁধারে ঘেরিয়া আঁখি আইল ঘনিয়া।
থর থর কাঁপি পদ পড়িলা বসিয়া।

হেরিলা সে হৃচিত্তে তিমির ভেদিয়া,
যমদূত তাড়না ভীষণ। দ্বারে হেরে,
শার্দ্দূল কুক্কুর, দ্বারীরূপে নিয়োজিত।
সতত চঞ্চল যেন রুধির লোলুপ।
রক্তাক্ত কৃপাণ সম লহ লহ জিহ্বা
দোলে; রুধিরের লালি তা হতে ঝরিয়া
পড়ে ভূমে টস্ টস্। অমাবস্যানিশা যেন
র'য়েছে ঘেরিয়া সদা। কিন্তু আধ আধ
লক্ষিত সকলি, যত কদাচার তথা।
সাবিত্রীর আঁখি তথা তবু প্রবেশিল
থাকিয়া থাকিয়া। এত হেরি ক্ষণে ক্ষণে,
প্রেতিনী রূপিণী আসি তামসী হাসিনী,
বিকাশি দশন যেন তরাস বাড়ায়।
বক্ষ চিরি দেখাইলা যম নির্য্যাতন।
অগ্নিকুণ্ড কোথা হ'তে শিখা শির তুলি,
ঠমকে নাচিছে। টলমল করি যেন
ক্ষুধার তাড়নে শত শিখে শত বাহু
প্রসারি পুরতে টানি লয় জীব জন্তু
উদরে ভরিয়া; তবু হায় ক্ষুধা তার
না হল পূরণ আহা শতেক গরাসে।

রোষ-রক্তে রক্তবর্ণ হল চারিদিক।
সে আলোকে দূত-দল অসিত আনন
ঘর্ম্মাক্ত বিগ্রহে ধরে বিকট বরণ।
দলে দলে লয়ে আসে নরনারী কত,
কণ্টক কানন দিয়ে, নিক্ষেপে অনল—
প্রাসে হিঁচাড়ি টানিয়া; হায় বুঝি তারা,
দয়া মায়া কেমনি তা জানে না কখন।
তাই বৃথা কাঁদে তারা পাষাণ গলায়ে।

বিষ্ঠা-কুণ্ড মাঝে কোথা উঠিয়া পড়িয়া,
হাবুডুবু খায় কত পাতক পাতকী;
কোথা নানা সরীসৃপ একত্রে মেলিয়া,
কাহারে দংশিয়া মারে, থাকিয়া থাকিয়া।
কাহারে শ্বাপদে ছিড়ি করয়ে ভক্ষণ;
দুরন্ত দানব এক তার মাঝে থাকি,
ছিটায় লবণ। কোথা কাঠ চেলা সম
কুঠারে চিরিয়া, করে সবে ভাগাভাগি।
রক্তের প্রবাহ কোথা চলেছে বহিয়া;
রুধির লোলুপ যত জম্বুক নিষ্ঠুর,
দলে দলে আসে যেয়ে করিবারে পান।
হিংস্র জন্তু যত সবে করিছে চিৎকার,

লক্ষ লক্ষ ফণি, কত করিতেছে খেলা।

উত্তাপের নাম তথা কেহ নাহি জানে;

কণ্টক গহন শুধু ঝুপটি মারিয়া,

রাজে স্থানে স্থানে। সেথা পবন সকল

দুর্গন্ধ মাখিয়া লয়ে ফিরিছে ডাকিয়া;—

ঝাঁকি অনল-বাণ, দহে দেহ কভু।

হেরি হেন নরকের দৃশ্য ভয়ঙ্কর,

পাশরিলা সতী হায় স্বরগ ভুবন।

সহসা সভয়ে ফিরি শমনের পানে,

চঞ্চল মানসে সতী কহিলা কাতরে,

"আর না রহিব হেথা, কর মোরে দেব!

চলে যাব যথা লয়ে যায় মম আঁখি;

তবে যদি দয়া করি, হৃত রাজ্য দেহ

ফিরায়ে মোদের, তবে রক্ষা পেতে তার

উত্তম সুযোগে তাঁর সফল সাধনা,
পুলকে শিহরে অঙ্গ শমন তখনি,
উচ্চে উচ্চারিলা,—"পূর্ণ হোক সাধ তব,—
শতেক সুপুত্র করি সঙ্গতে ধারণ।"
বরদান করি কিন্তু শমন-হৃদয়,
কি ভয়ে সহসা যেন হইল স্পন্দিত।
থমকি থাকিলা তাই, সঙ্কোচি আপনি।
হেন বর পেয়ে তবু কুলবতী নারী,
ফিরিয়া ধরিলা পথ, মরতের পানে;
কিন্তু যম সেইরূপ রহিলা দাঁড়ায়ে,—
"ভ্রম বশে কি করিনু," সদা ভাবি মনে।
আঁধারে ছাইল হায় মুখরবি তার।
আর না ফিরিল পদ সত্যবানে লয়ে।
সম্বোধি ফিরাতে তারে চাহিল মানস;
কিন্তু কণ্ঠে আসি ভাষা রহিল চাপিয়া।
সবেগে সতীর পাছে ছুটিল শমন,
ফিরাইয়ে দিতে তার পরাণের নিধি;
হেনকালে কি ভাবিয়া হয়ে বিচলিতা,
ফিরিয়া সরল-সতী হেরিলা তাহারে।
কহিলা চিৎকার করি, ধর্ম্মের দোহাই

দিয়ে,—"ধর্ম্মরাজ, দেব তুমি! রক্ষা কর
হায় মোর যেই টুকু আছে আর বাকি
অধর্ম্মে দিও না মতি, এ বর প্রদানে।
নহে ছার নরকেও নাহি পাব স্থান।
মোর ভাগ্যে হায় আরো কি হবে না জানি!
পুত্রের জননী হব কহিলে কেমনে?
একি হে রাজন এ বা কেমন ধরম?
পতি বিনা কভু কি গো সন্তান সম্ভবে?
সতীত্ব পরম ব্রত রমণী-জীবনে।
তবে বল হেন বর কেন মোরে দিলে?
কেন বল অবলারে মজাতে বসিলে?
রাখ ধর্ম্ম মোর, নহে জানিব নিশ্চয়
লভিয়াছ ভান করি ধর্ম্মরাজ নাম।"

কহিতে নারিলা কথা, এত শুনি যম;
স্তম্ভ সম হায় তথা রহিলা দাঁড়ায়ে।
ঘৃণায় লজ্জায় আর অভিমানে তার
আরক্ত বরণ হল বদন-মণ্ডল।
স্বেদ-বিন্দু দেখা দিল প্রসস্ত ললাটে,—
দিবা অবসানে যেন হিমাদ্রি সাজিল।
আবার নোয়াল শির; কাঁপিল চরণ;

দেহ ভার আর যেন বহিবারে নারে,
(অভিমানে যেন দেহ হল গুরুভার)।
নিরখি বয়ানে তার, নিমেষ নয়নে,
নব ভাব নীলিমার সে মহা গগনে
প্রকাশে শিহরি যম আপনে ভুলিলা।
আধ হাসি, আধ কান্না, আঁধারে আলোক ;
আধ শশী উদ্ভাসিত, আধ জলধর ;
আধ ভাগে নাচে খেলে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল,
আধ ভাগে পুনঃ যেন দামিনী ছুটিল।
আধ দিবা, আধ রাত্তি, ভীষণ, সুন্দর।
এমনি অদ্ভুত বুঝি সতীত্ব সুন্দর,
বুঝিল শমন। তাই ধীরে ধীর ভাবে
সম্ভাসি সতীরে, কহিলা মধুর স্বরে,—
"ধন্য সতি! করিয়েছ সতীত্ব পালন।
তাই আজি মোর সাথে দন্দ তব হেথা
হইল সম্ভব তাই অঘটন যাহা
ঘটাইয়ে তায়, মোরে করিলে আসিয়ে
পরাজিত তব কাছে ; অসাধ্য সাধিলে।
আজি হতে তব কাছে লভিনু এ জ্ঞান,
দেব হতে সাধকের প্রত্যাপ প্রবল।

আজ হতে ঘরে ঘরে কহিও সবারে
তুচ্ছ হতে অতি তুচ্ছ বিধির বিধান,
সাধক ইচ্ছায়। দৈবেরে লঙ্ঘিতে পারে
সাধক সুমতি। করি সাধকের পূজা
দেবের কারণ নরে হউক সফল।
প্রাণ খুলে করি পূজা তোমার চরণ
কর শোভা লৌহ খণ্ড, হোক বজ্র সম
বামা-দলে মর্ত্তলোকে; ললাটে সিন্দুর
রেখা হোক সমুজ্জ্বল। নিতে তব নাম,
যেন যুগে যুগে নারী ভুলে না কখন;
আদর্শ রমণী তুমি তাদের সভায়।
অমর তোমার নাম রহিবে মরতে,
যেন প্রাণ লয়ে। সতি! কি আর কহিব;
লও তুমি ফিরে পুণঃ তব স্বামী-ধন।"
  এত বলি লয়ে করে পাশ দণ্ড হতে,
সত্যবান আয়ুটুকু সাবিত্রীর করে
দিল সে ফিরায়ে। আনন্দে অধীরা,
কাঁদিলা পুলকে সতী নয়নের কোণে।
চাপিলা যতনে বুকে পতি প্রাণ তার।
শমনেরে কৃতজ্ঞতা নারিলা জানাতে

সতী কথা কহে মুখে; সজল নয়ন
শুধু দিল পরিচয়, পলক ভুলিয়া:
এদিকে আসিল ঘেরি রাঙ্গা মেঘ সম
আলোকিয়া চারিদিক। পুষ্প বৃষ্টি সম
হল বরিষণ আহা স্বরগ হইতে।
দেবগণ নিজ করে সে সাধ সাধিল।
সাবিত্রীর জয় ধ্বনি, হইল ধ্বনিত
সতত সবার মুখে। আহা মরি কিবা
সুগন্ধ চন্দন বৃষ্টি হল একাধারে।
পারিজাত গন্ধ মাখি ভ্রমিল পবন।
কাল-পরাজয় শুনি সতীদল মাঝে
হল কত গৌরব বাখান; কিন্তু যেন
অগ্নি কুণ্ডে ঘৃতাহুতি সম হুহু করি
জ্বলিল শমন আহা সরমে মরমে।
অধঃ মুখে নত শিরে রহিল দাঁড়ায়ে,
রক্তবর্ণ মুখরবি ঘৃণায় লজ্জায়।
অজেয় শমনে আজি করি পরাজিত,
প্রাণ মন ভরি কবি দিল করতালি।
অধীরা হইয়ে সতী ফিরিলা মরতে
হরষিতা মতী; পতিপ্রাণ বুকে রাখি

অতি সযতনে উঠি পড়ি যায় সতী।
এই রূপে পরাজিত হয়ে সতী কাছে,
ক্ষুণ্ণ মনে নিজ কর্ম্ম প্রদানি অপরে
ফিরিলা আপন গৃহে সে নিশে শমন।

সমাপ্ত